দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 24 2002

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ ৩০ বছরে ১০৯ খুন

অখিল পোদ্দার, ইবি

[illegible] পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ [illegible] ঘটনায় এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে ১০৯ [illegible] আহত হয়েছে দশ হাজারেরও অধিক। [illegible] ঘটনার পিছনে রয়েছে আধিপত্য [illegible] ও চাঁদাবাজির অভ্যন্তরীণ কোন্দল। গত ৩০ বছরে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন, [illegible] ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ জন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক ৬১ জন খুন হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংঘর্ষে নিহত ১০৯ জনের মধ্যে ৮২ জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের ৭৫ জন, ছাত্র শিবিরের ১৯ জন, ছাত্রদলের ১৮ জন, জাসদ ছাত্রলীগের ৮ জন, ছাত্র ইউনিয়নের ৪ জন, ছাত্রমৈত্রীর ৩ জন ও ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের ২ জন রয়েছে। গত ৮ মে বুয়েট ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে।

'৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত যুবলীগ কর্মী মজনু গুলিতে নিহত হয়। একই বছরে প্রতিপক্ষের হাতে মারাত্মক জখম হয়ে প্রাণ হারায় ছাত্রলীগ নেতা তানভীর। দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে '৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে মহসীন হলের "সেভেন মার্ডার" ছাত্র হত্যার ঘটনার এক কলঙ্কিত অধ্যায়। শফিউল আলম প্রধান ও তার বাহিনীর হাতে একে একে খুন হয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, ছাত্রনেতা নাজমুল হক কোহিনূরসহ রেজাউল সোহেল, ইদ্রিস, মোহাম্মদ হোসেন, জিন্নাহ, মাসুদ মাহমুদ স্বপন ও ইবাদ খান। বিচারে শফিউল আলম প্রধানসহ কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শাস্তি হলেও দুই বছরের মাথায় ঘাতকরা ছাড়া পায়। '৭৭ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লুকু, ইনু, গোগা ও রিন্টু খুন হয়। একই কারণে '৭৮ সালে ছাত্রলীগের অপর ২

নেপথ্য কারণ আধিপত্য বিস্তার টেন্ডার ও চাঁদাবাজি

নেতা খুন হয়। ১৯৭৩ সালে কর্মচারী-শিক্ষক সংঘর্ষে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রঞ্জিত নামের এক ছাত্র নিহত হয়। পরে ১৯৮০ সলে প্রতিপক্ষের হাতে ছাত্রদল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক বীরপ্রতীক এটিএম খালিদ নিহত হয়। খালিদ হত্যার জের ধরে পরদিন ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও জাসদ ছাত্রলীগ ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রলীগের হল ঘেরাও করে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে বাকৃবি ছাত্রলীগের শীর্ষ তিন নেতা শওকত, ওয়ালী ও মহসীন নিহত হয়। একই বছরের ৩ নবেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যকার সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী মীর মোস্তফা এলাহী প্রাণ হারায়। ঐ বছরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় ১ জন। '৮২ সালের ১১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যকার সংঘর্ষে সাব্বির, হামিদ, আইয়ুব ও জব্বার নিহত হয়। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় ২ জন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে '৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এরশাদবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে জয়নুল, '৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা রওফুন বসুনিয়া, '৮৬ সালের ৩১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আসলাম, '৮৭ সালের ৯ মার্চ ছাত্রদল নেতা মাহবুবুল হক, মাইনুদ্দিন ও নূর মোহাম্মদ নিহত হয়। '৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ছাত্রদল নেতা পাগলা শহীদ, '৯০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা চুন্নু হত্যা, ২৬ নবেম্বর নিমাই চন্দ্র, ২৭ নবেম্বর ডা. মিলন হত্যা ইতিহাস হয়ে আছে। ১৯৯২ সালে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল ও ছাত্র ইউনিয়নের মঈন হোসেন রাজু হত্যাকাণ্ড এখনও টক অব দ্য ক্যাম্পাস। '৯৩ সালে ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের অলক, '৯৫ সালের ২১ জানুয়ারি জয়দীপ দত্ত চৌধুরী, '৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল পার্থপ্রতীম আচার্য খুন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা শাহজাহান সিরাজ, ছাত্রলীগ নেতা ইয়াসির আরাফাত, ছাত্রদলের বিশ্বজিৎ, ছাত্র ইউনিয়নের তপন, মৈত্রী নেতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য রূপম, জাসাস নেতা আমানউল্লাহ আমান ও '৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ছাত্র মৈত্রী নেতা জুবায়ের চৌধুরী রিমু হত্যাকাণ্ড ইতিহাস হয়ে আছে।